প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৫৭

বাবা শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত
মা শ্রীযুক্তা নীলিমা দাশগুপ্তা

শ্রীচরণেষু

## সূচীপত্র

## সূচীপত্র

## জেগে উঠছি

এখন কোথায় জেগে উঠবো একা?
হয়তো একা নই, আরো মানুষ জেগে উঠছে, তাদের
গলার শব্দ একটু পরে শোনা যাবে।

আপাতত আলো-আঁধার ছিঁড়ে
একটা কিছু গ'ড়ে উঠছে। বাড়ি, বাগান, বসতবাটি, খামার,
সবই আবার উপড়ে হ'য়ে ভেঙে পড়তে গিয়ে
হাঁটু-সটান দাঁড়িয়ে গেছে। আমি, আমার সমস্ত পৃথিবী
এখন ভোর পাঁচটা পঁচিশে
একসঙ্গে জেগে উঠছি,
(একটু পরে স্নান ক'রতে যাবো।)

আমায় কারা ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছিলো?
এখন আমি হিসেব চাইবো। কোনো নিয়ম এক নিয়ম নয়।
আরো যারা জেগে উঠছে, তাদের সঙ্গে আমার কথা আছে॥

## তোমরা লক্ষ্য করো

আমার উৎসর্জন তোমরা লক্ষ্য করো।
ডিম-ভাঙা পাখির মতো আমি জেগে উঠছি।
এখন নদীতে নৌকো এসে ভিড়লো,
জলপ্রপাতের মতো বেরিয়ে আসছে কিশোরকিশোরী,
দূর-বলয়ের চাঁদে আস্তে আস্তে উড়ে যাচ্ছে ওরিয়ল;
দোকান-পাট খোলা হচ্ছে; ছাতা-হাতে এগিয়ে আসছে মাষ্টারমশাই;
আমিই সব তদারক করছি; আমার ঘুম এখন ভেঙে গেছে;
আমি আজ স্বাধীন, নিশ্চিন্ত।
ডালপালার মতো, শিকড়ের মতো পৃথিবীর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যাবো এখন;
আমার উৎসর্জন তোমরা লক্ষ্য করো—লক্ষ্য করো॥

## ঘুম ভাঙার পর

এক সময় ঘুম ভেঙে যায়—
ভারি হাওয়া, চারপাশে অনন্ত স্তব্ধতা, চারপাশে
অন্য মানুষজন ঘুমিয়ে রয়েছে : কাছের আকাশে
তারা নেই, দূর-চন্দ্রযানে যারা অনন্ত নাচায়
তাদের হাতের কাছে কারা আছে? যন্ত্র? স্বপ্নের বড়ি?
এখন, এখানে
আমার নিজের পাশে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

সবাই ঘুমিয়ে আছে, আমিই বিনিদ্র, তবে আমি কি প্রহরী?
পিতামহ, তোমার ঘড়িটি কেন উইল-বাবদ আজো দাওনি আমাকে!
এখন জামিরে কিছু শিশির পড়েছে—দূরে, একফাঁকে
ক্লান্ত জাহাজ-বাঁশি শোনা যায়। ভাবি : মরি মরি!
এই যদি সুন্দর ভুবন, তবে কেন সবাই ঘুমিয়ে, আমি একা
কাগজ কলম হাতে চাঁদ-তারা-মানুষ-নিসর্গ সব
বুঝতে বসেছি॥

## স্বপ্ন

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি
ক্রমশ হাত-বদল হচ্ছে পৃথিবীর—
চাঁদ এসে বন্দী হচ্ছে আমার বাগানে,
ডেঁয়ো-পিঁপড়ে চ'লে যাচ্ছে গাছের বাকল থেকে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি
তরুণ কবি আমায় বলছে দুম্‌কার দিকে চ'লে যেতে·
যেখানে চন্দ্রাহত মোষ লাফ দেয় জলার ওপর,
মাঝ-রাতে বাসা-বদল করে দুটো ঝিঁঝি পোকা।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি
ঘুম ভেঙে গেছে আমার, আমি এখন সদা জাগ্রত॥

## অনন্ত মুহূর্ত

যা ব'লতে চাও
ঠিক সেদিকে স্পষ্ট ক'রে তাকাও :
কিছুই নয়, বিশেষ কিছু নয়
দরজা খোলা প'ড়ে ছিলো; ফাঁকা-রাস্তা;
কোথাও কেউ নেই—
বাঁ-দিক থেকে একটা লোক এলো।

কী ব'লতে চাও? পৃথিবী যে পলকে পলকে
পাল্‌টে যায়, সে তো সবাই ব'লে গেছে,
তবু যখন খোলা-রাস্তা একটিমাত্র লোকের তালে মাতাল
তখন তুমি কথা ব'লতে চাও—যেন তুমি মুখোস খুলে
আলো দিচ্ছো লণ্ঠনের মতো—
অমন ক'রে জ্ব'লতে চাও কেন?

## একটু পরে

শান্তভাবে, ওরা এখন একে ও অন্যকে
পাগল ক'রে দিতে পারে।
যদি দুঃখে-শোকে
মানুষজন্ম পুরনো এক জামার মতো খুলে রাখতে চায়
তবে বরং উবে যাওয়া ভালো ছিলো। তার বদলে
বেঁচে থাকার যোগাড়যন্ত্র ক'রে
ওরা এখন কোথায় এসে থেমে আছে!
এদিকে এক প্রচন্ড বর্ষণ
দেয়াললিপি ধুয়ে দিয়ে, উড়ে যাচ্ছে অনন্ত নির্জনে—
ওরা কথা বলছে। কুশল-প্রশ্ন বিনিময়ও হ'লো।
ভালো আছে।
একটু পরে ওরা সবাই পাগল হ'য়ে যাবে॥

## কারা আমায়

কারা আমায় নাড়া দিচ্ছে এখন?
বন্ধু? নাকি বন্ধু নয়? পুরোটা দেশ?
আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মাঝেমাঝেই পালিয়ে থাকি আমি।
উঠোনময় পালং ক্ষেত; বৃষ্টি পড়ে;
প্রকৃতি কি হাত-আয়নার মতো?
আমার মুঠি কেঁপে ওঠে।

তবু আবার বেরিয়ে আসতে হয়।
দেয়াল জুড়ে আঘাত শুধু আঘাত।
কারা আমায় নিয়ে আসছে পথের মাঝখানে-
আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মানুষ কথা ব'লে চলছে উদয়াস্ত,
ভাবনাহীন মেঘের মতো প্রেমিকারা—
এর মধ্যে আমার জায়গা কোথায়?
শিকড় চাই, অবিচ্ছিন্ন শিকড়॥

## আমার সৌন্দর্য আজ

আমার সৌন্দর্য আজ ভেঙে পড়ে।
চারপাশে কলমীলতার
নীল, অনির্বচনীয় আঁকিবুকি—
তারই একফাঁকে নামে সুতো-বাঁধা চাঁদ, আলো দেয়,
সন্নেসীর মতো বসে ধ্যানমগ্ন, নিস্তব্ধ মহিষ—
কে পারে এমন ছবি আজ মুছে দিতে?

আমার সৌন্দর্য আজ ভেঙে যায়।
শিশু ছুটে আসে, তার দুই হাতে বিন্যস্ত লাটাই;
বিবাগী সাইকেল চলে ঢালু বেয়ে; লাল, পোড়ো জমি;
সব যেন লুট ক'রে নিয়ে গেছে
আমার মুখের রেখা, আমার পায়ের প্রতি ঠাম,
সব যেন সর্বস্ব আমার
বারবার ছিন্ন ক'রে গেছে!

আমার সৌন্দর্য আজ ভেঙে পড়ে—
পৃথিবী সুন্দর হয় একতিল বেশি॥

## বেঁচে থাকতে চাই

শুধু যাচ্ঞা করি—
কোনো ফলভোগ
এখনো খুঁজি না;
শুধু ঘুঙুরের মতো সমান-মাত্রার কোনো
বিরতির ফাঁকে ফাঁকে
বেজে উঠতে চাই;
দ্রাক্ষার ভেতরে শুধু কীট্‌সের কবিতা হ'য়ে শুয়ে থাকতে চাই,
সন্নেসীর মতো চাই গৃহস্থ গাজনে তাল দিতে—

কৃষ্ণের বাঁশির মতো বেঁচে থাকতে চাই কোনো
স্মৃতির ভিতর॥

## খরগোশ ও দ্রোঙ্গো

মোজাইক-মেঝে-টানা সংসারের কঠিন উঠোনে
দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে পোষা খরগোশ খেলা করে,
হাওয়া এলে, তার উৎস খুঁজে দেখে, কখনো বা মানুষের
পায়ের পেছনে
তুলোর বলের মতো ছুটে যায় ঘরে।

একদিন দ্রোঙ্গো উড়ে এসেছিলো।
দ্রোঙ্গো মানে কালো কাক—মাথার চুড়োটি শুধু ঈষৎ টিকোলো,
খরগোশ দূর থেকে দেখে নিলো
কোনো কাক তার মতো নয়, কোনো পাখপাখালির আলোড়ন

তার নিঃশব্দ ভাষার মতো সূচিমুখ নয়, তবু একা
শত জটিলতা-ঘেরা গার্হস্থ্য ঘরের মাঝ থেকে
একবার মানুষের দিকে, আরেকবার নতুন কাকের দিকে চেয়ে,
মুখে ঘাস—দু'পায়ে কিছুটা উঠে—একপাক দৌড়ে চ'লে এলো॥

## দিনলিপি

কোনো প্রতিদান নেই, তবু চঞ্চল বুকের কাছে
পাতা ঝ'রে পড়ে।
এইভাবে যোগাযোগ করে কি প্রকৃতি?
আমি দিক্‌চিহ্নহীন ঘরে ব'সে থাকি আয়নার মতো—
আর সব আলোছায়া ঘুরে যায় ধুলোর ওপরে।
আমি সাড়া দেবো ভাবি। কাকে দেবো? কোনদিকে দেবো?
নাকি শুধু শর্তহীন, প্রতিদানহীন ভালোবাসা
কাচের ওপর থেকে স'রে আসে চোখের ভেতরে!
কোনো শব্দ নেই, কোনো সাড়া, ক্ষমা বা করুণা—
চঞ্চল বুকের কাছে
ঘুরে ঘুরে
পাতা ঝ'রে পড়ে॥

## বর্গোর

"বর্গোরি. বর্গোরি"—ব'লে ঝাঁপ দিই নিস্তব্ধ মাঠের মাঝখানে;
কোথায় বর্গোরি? শুধু মাঝরাতে সজনে পাতায় ঝুরুঝুরু
চাঁদ ঝ'রে পড়ে—আর শেয়ালের তীক্ষ্ণ সাইরেন
প্রহরে প্রহরে বেজে যায়।

যে যতোটা ব্যগ্র, আর মৃত্যুর কূপের মুখোমুখি
তারই দিকে বন্দুকের নল থাকে ঈষৎ বাড়ানো,
পশু, পাখি, পতংগ, মানুষ ব'লে আলাদা আলাদা কিছু নেই
শুধু উপস্থিতি আছে, আর সার্চলাইটের মতো ঘূর্ণ্যমান
প্রকৃতির নিজস্ব মুকুর,
তাই তীব্র শব্দ হয়, আর মাঝরাতে স্মৃতির সন্ধানরত
মানুষের বুকের পাঁজর ছিঁড়ে যায়—

তবে আমি কি বর্গোরি?

## কোনো সমুদ্রের স্মৃতি

সবই ভেঙে যাবে ব'লে মনে হয়।
একদিন, নুয়ে-পড়া নৌকোর গলুই থেকে চুঁয়ে
গান, ও লণ্ঠন সব ভেসে যেতো জলের ওপরে।

এখন ধ্বংসই দেখি প্রকৃতির মূঢ় ব্যবহারে—
মানুষেরই মুকুর প্রকৃতি।

যে-যুবক এসেছিলো দীর্ঘ বিরহবেলা কাটাতে এখানে
সে এখন দ্রুত উঠে, হোটেলের ঘরে ঢুকে যায়।
এমনকি চিঠিও লেখে না।

যেমন মানুষ, ঠিক প্রকৃতিও তেমনি খেয়ালী।
এই এক ভয়ানক রীতি॥

## এ জীবন

যে আগুনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তাতে যেন আমার পুণ্য হয়;
মিথ্যের বেসাতি করছে যারা, তারাও যেন শান্তি পায়—আর কিছু নয়,
এদিকে উষ্ণ বৃষ্টি পড়ছে, নদীর পাড় ধসছে, গড়ে উঠছে অনন্ত ওপারি,
তপ্ত শলাকার মতো গ্রহপুঞ্জ বিঁধছে আমার একশোতলা বাড়ির জানালা,
একদিন নিচে নেমে দেখবো—বাগান ভরে উঠছে, সাইকেল চালিয়ে আসছে
কিশোরকিশোরী;
বৃষ্টি থেমে গেছে, কবিসম্মেলনের জন্যে তৈরী হচ্ছে সবাই।

যে আগুনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তাতে যেন আমার পুণ্য হয়॥

## আমি আছি

আমি তো সঙ্গেই আছি
তোমরা শুধু দেখতে পারো না,
মাঝেমাঝে গর্তের ভেতরে যেতে হয়,
মন্দিরের আগে যে রকম গোপুরম—
অর্থাৎ আমার
সাময়িক নিবিষ্টতা প্রয়োজন
অর্থাৎ আমার
কিছুদিন অন্তর্ধান চাই,
তবু তোমাদের চিঠি,
সংবাদ-কাগজ
আমি নিয়মিত পড়ি।
আমি তোমাদের
দূর থেকে ছুঁয়ে আছি।
একদিন পতংগের মতো ঠিক উড়ে যাবো
ঘরের ভেতরে॥

## জীবনের দিকে

পালিয়ে যাবার কোন পথ নেই
এতো ছোটো অনন্ত আকাশ
এতো ক্ষীণ ভোরের কুহেলি—
কোন দিকে যাবো ?

তাহ'লে আবার বুক বেঁধে
মানুষজনের কাছে থেকে যাই—
দেখে নিই এখন কোথায়
বাড়ি ওঠে, কোথায় নাচায়

লাল ঘুড়ি ফুলন্ত কিশোর॥

## নতুন খেলার জন্য

আরো কিছু তীব্র খেলা হবে, মনে হয়।
সব যেন স্তব্ধ হ'য়ে আছে।
বৃষ্টি এলে, নারকোল্-ডালের বেহালায়
রোদ হ'লে, উঠোনের ছড়ানো জাজিমে
পুতুলেরা মানুষ মানুষ খেলা ক'রে
উঠে যাবে শখের শহরে।
ততোদিন আমি ব'সে দেখি
কিভাবে নতুন এসে ক্ষয় করে যা কিছু সাবেকি॥

## কাফকার কলকাতা

তোমরা খুব ভুল করছো, আমি জানি;
একটি কথাও আর তোমাদের আমি ব'লবো না।

ততোদিনে কলকাতা কাফকার গল্পে পাল্‌টে যাক—
মানুষ লুকিয়ে হোক পতংগমাকড়, আর নিষ্পাপ যুবক
ধীরে ধীরে চ'লে যাক মৃত্যুর ফাঁদের মাঝামাঝি।

ততোদিনে বৃষ্টি পড়ুক; খেলা হোক;
খুড়তোতো বোনের স্বামী বিষ দিক সবার খাবারে;
অমুক মেয়ের হোক প্রহরীর মতো দুই প্রেমিকযুগল।

এইমাত্র! আর কিছু নয়—
একটি কথাও আর খুলে ব'লবো না।
তোমাদের মনে নেই কাফকার গল্প, আমি জানি॥

## জন্মেছিলাম

জন্মেছিলাম; এখনো বেঁচে আছি;
এছাড়া সবই রৌদ্র, সবই তুষার—
মিছিল থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে আসে পাগল,
বাগানে, নীল মাছি।
জন্মেছিলাম;
জন্ম হয়েছিলো;
এখনো বেঁচে আছি॥

## মাইক্রোসকোপ

মাইক্রোসকোপের তলায়
লোকটাকে রাখা হয়েছে।
কিভাবে বাসে উঠছে, নামছে, দুলছে,
টেবিলে হাত কিভাবে রাখছে, কথাই বা বলছে কেমন?
বাঁ-পায়ে ধুলো জমেছে, স্যাণ্ডেল ছেঁড়া না আস্ত,
জোরে হাসছে না হাসছে না? দাঁত পান-খাওয়া লাল?
ইংরেজি বলছে কেমন, লিখতেই বা পারে কিরকম,
কি খেতে ভালোবাসে—মাংস না মিষ্টি, আম না মর্তমান,
ক'জন বন্ধু? কারা বন্ধু? শত্রু ক'জন? সবাই কি শত্রু?
কামুক না নির্বীজ? মদ খায়? কেন খায়? কবে
বেশ্যাপাড়ায় গিয়েছিলো? সত্যি না বানানো? গুজব না সত্যি?
মোট আয় কতো টাকা? চীনে খাবারে লালচ্ কেন? মোগলাই খানা?
সি-পি-এম না নকশাল? সি-পি-আই না কংগ্রেস? বোকা, না চালাক?

সব কিছুই রাখা হচ্ছে
অনুবীক্ষণের তলায়
যাতে প্রতিটি তথ্য (ভুল বা ঠিক) জ্যোতিষ্কের মতো
বড়ো হ'য়ে ফুটে ওঠে।

জানতে চাওয়া হচ্ছে লোকটা আসলে কী?
কী তার ভূমিকা? কী তার অর্থ?

অথচ সেও বুঝতে পারছে সব কিছু
একটা কুটোও এড়িয়ে যায় না তার চোখে—
মাঝরাতে সে যদি চেঁচিয়ে ওঠে : ঈ-শ্ব-র,
তাহ'লে কী তার মানে হবে? কীই বা তাৎপর্য?

এদিকে ছাদ ছাপিয়ে বৃষ্টি নামলো॥

## জন্মান্তর

আমি তোমাকে নিয়ে খেলা ক'রতে চাই না আর।
তুমি শুধু আমার সামনে এসে দাঁড়াও।
এখন পাতা ঝরছে, শীত এসে পড়ছে কাছাকাছি,
যে ট্রেন থেকে তুমি নামবে, সেই ট্রেন চলে যাচ্ছে প্রত্যেকদিন।
একটু একটু ক'রে স'রে যাচ্ছে বসতবাটি, ক্ষেতখামার, আলো***
জানালার গরাদে আমার চেপে-ধরা সন্তপ্ত মুখ
তোমার চোখে পড়ছে না।
আমি তোমাকে নিয়ে যখন খেলা ক'রতাম
তখন তোমাকে ছানছে আরো অনেক প্রেমের কবিতার ভাড়াটে লেখক,
তুমি যেন সিনেমার পোস্টার, যেখানে কাক বিষ্ঠা রেখে যায় প্রতিদিন,
পুরো কলকাতা শহর তোমাকে হাঁ ক'রে গিলে ফেলতে চেয়েছিলো
যখন তুমি হঠাৎ চ'লে গেলে—
এখন আমার জন্মান্তর হয়েছে, তুমি লক্ষ্য করো,
স্তনের চুচুকে দাঁত বসানোর আগে আমি দেখবো
তোমার চোখ জলে ভ'রে উঠেছে কিনা,
তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো আমার জননীর,
যিনি বটগাছের মতো আমার উঠোনে দাঁড়িয়ে,
পোষা খরগোশটিকে কোলে তুলে দেবো, চকোলেট-রঙের দোকান থেকে
কিনে আনবো দুটি কার্ণেশন—
তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও এখন।
তুমি শুধু আমার সামনে এসে দাঁড়াও॥

## ক্যানারী হিল্‌স থেকে

সব কিছুর সঙ্গে যুঝতে চাই এখন,
কিন্তু আমার হাতের খড়্গ কেঁপে যায়—
আমার আঘাত আমার কাছেই ফিরে আসে।
মেরুদণ্ড বেয়ে তিরতির ক'রে উঠে আসে ধোঁয়া
সব কিছু কেমন এলোমেলো ক'রে দেয়, অগোছালো,
যার মুখোমুখি হবো, সে কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়,
কাউকে ছুঁতে পারি না, সব কেমন হাত পিছলে পালিয়ে যায়,
চারপাঁচজন যারা কাছে আছে, টবের ফুলের মতো
তাদের শিকড়ে প্রতিদিন একটু একটু জল দিতে চাই,
কিন্তু কিছুই করা হ'য়ে ওঠে না, কিছুই না,
আলস্যের দীর্ঘ মশারি টাঙিয়েছি, তার ভেতরে কুঁকড়ে ব'সে থাকি,
বাইরে বেরোলে, ক্রমশ হারিয়ে যাই রাস্তার গোলকধাঁধায়—
এক ফুটপাথ থেকে চ'লে যাই আরেক ফুটপাথে
বাড়ি ফিরে তাক থেকে নামাই পাস্তেরনাক কিংবা রিল্‌কে,
কিন্তু আমি বিঁধতে চাই কারো সঙ্গে, মিশতে চাই
লোমকূপের মতো চামড়ার প্রকোষ্ঠে,
পাতা ঝ'রলে, গাছের ডালের মতো শিউরে উঠতে চাই,
তরঙ্গের মতো হ'তে চাই উত্থানপতনময়—
বাড়ির ছাদের মতো, হাত-পা ছড়িয়ে ব'সবার অবকাশ,
যাকে খুঁজছি, সে কি তুমি? নাকি মুখোশ-খোলা আমার মুখশ্রী?
যা আছে, যেখানে আছে, ঘৃণা-ভালোবাসা-ভয়-আনন্দ-বেদনা
সব কিছুই যুঝতে চাই এখন—একসঙ্গে—একাকার—
কিন্তু আমার হাতের খড়্গ আমার হাতেই থেকে যায়—
ক্যানারী হিল্‌স থেকে
নির্বোধ পশু হেঁটে যায়
হাজারীবাগের অন্ধকারে॥

## জলছাত

এভাবে কখনো হয় না। জলছাত
ঈশ্বরবিহীন প'ড়ে আছে।
আমার যা হাতে, তা কি নিঃশব্দ করাত—
পুরোটা লুটিয়ে প'ড়লে দেখা যায়
ঘর ভেঙে গেছে?

এভাবে কখনো হয় না—
কিশোরসঙ্ঘের ছেলে, বল নিয়ে
ঘাসের ওপরে নড়ে চড়ে,
সচিত্র খবর ব'লে ফিরি হয় ঘৃণা ভালোবাসা
রং শুধু ঠোঙার ওপরে।
তুমি কথা দাও, তুমি এইভাবে কাজ বাড়াবে না,
বিকেলে ঘুমের পরে খুলে দেবে
জ্যোৎস্নার প্রপাত—

শুধু ঈশ্বরের স্মৃতি অবলুপ্ত ছাতের ওপারে!

## নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি

বুকে হেঁটে কার্নিশ হয়েছো পার—
এখন আকাশে
কীভাবে উঠবে, তুমি তেমন জানো না।
আমার আঙুলে যদি জাদু থাকে
আমার আঙুলে
যদি সুতো চালবার মতো কুশলতা থাকে
তাহ'লে তোমাকে আমি এক পলকের মধ্যে আড়ালে পাঠাবো—
তুমি জেট্‌-অপ্সরীর মতো উড়ে যাবে সঠিক প্রবাসে..
আমি কব্জিভর কোনো লাটাই টাঙিয়ে
তোমার উত্থান-টানে গা ভাসিয়ে দেবো।
বুকে হেঁটে এখন নিয়েছো হ'তে
জমি পার, আমি খুব কাছে
জেগে আছি।
এক-পা এক-পা ক'রে
তুমি যতো বেড়েছো, আমিও
মুঠোর নিশ্চিত পেশী ততোবার শক্ত রেখেছি,
এখন কী ব'লবো, বলো,
শুধু বলি, ছিঁড়ো না চাতুরী—
যদি বেঁচে থাকতে চাও,
সুতোশুদ্ধ গোঙাও রভসে॥

## রবিবার

লাল ঘুড়ি বুকের ওপরে ঠেকে যায়।
তুমি কোনদিক থেকে সুতো পাঠিয়েছো?
তোমার রঙীন ঘুড়ি, হে কিশোর,
আমি আজ ফেরত দেবো না—

ছাতে গিয়ে, ওড়াবো আকাশে॥

## এসো

এইভাবে হবে, এইভাবে—
একদিন শাশ্বত ইঁদুর এসে সমস্ত জ্যোৎস্না কুরে খাবে।
ততোদিন, এসো, বেঁচে থাকি,
ততোদিন কিছুটা খোরাকি
তুলে নিই সাধের রেকাবে,
দু'একটা ঠাণ্ডা শসাকুচি......

এইভাবে॥

## কোনো তরুণীর জন্যে প্রার্থনা

এক জায়গায় এসে
আমরা সবাই কিন্তু দেখে ফেলতে পারি।
পুরু-লেন্‌স-চশমা-চোখে মেয়েটি এখন গেলো গাছের আড়ালে,
তার মুঠোর ওপর থেকে লাল পিঁপড়ে তাড়িয়ে দেবার ছলে
বুশ-শার্ট-পরা লোকটি কিছুটা ঝুঁকলো; এইদিকে
শিক্ষার্থী গাড়ির পাল পা রাখতে না পেরে শুধু হর্ণ দিচ্ছে—
শীত শেষ হ'য়ে এলো; এখন ক্যানাডা থেকে
উড়ে-আসা-পাখি ঘরে যাবে,
শিশুকে খাওয়াতে হবে জননীর, জননীকে
শিশু খেতে দেবে।
এই জায়গা থেকে, দ্যাখো, আমরা সবাই কিন্তু
এই জায়গা থেকে আরো
দু'তিনটে অন্য দিক দেখে নিতে পারি,
আনন্দ বেদনা ঝরে, আনন্দ বেদনা অভিরাম***
পুরু-লেন্‌স-চশমা-পরা মেয়েটিকে কেউ আজ দুঃখ দিয়ো না॥

## প্রেরণা

প্রথম ধাক্কা কিন্তু বাইরে থেকে আসে;
ট্রামের হাতল ছুঁয়ে অভিন্ন কনুই বেঁকে যায়।
যা কিছু ব'লতে চাও, তার ভেতরের দিকে নামে নীরবতা,
কিন্তু যা কখনোই শব্দ হ'তে পারে না, সেখানে
কিছুই কি ঘটে?
বাহির-ভুবন শুধু চাপা-দীর্ঘশ্বাস মনে হয়।
একটা জানালা তুমি খোলা রাখো, কিছু মানুষের শব্দ
যেন কাছে আসে॥

## পরিচিতার সৌজন্যে

এই তীব্রদিন থেকে যতো নিই, ততো থেকে যায়।
ছোটো সিমলা ঘুরে যায় : শাদা রাস্তা রঙীন বাড়িতে
পোষা কুকুরের মতো গৃহিণীর উঠোন নাচায়।
ঠিক বান্ধবী নয়; পরিচিতা; এক যুগ পরে দেখা এই।-
দীর্ঘদেহ স্বামী, আর ফুলের মতন শিশু সাজানো বাগানে;
তারই জন্যে এত সব? হ'তে পারে। সমস্ত সময়
এক বাঙালিনী তার উজ্জ্বল হাসিতে ঐ সমস্ত পাহাড়
নতুন গানের মতো বেঁধে নিতে পেরেছে ব'লে কি
শুধু দিন তীব্র হয়, দ্যুতিখণ্ড উজ্জ্বল আবেগ
সোজা প্রস্‌পেক্টে গিয়ে সূর্যের ভেতরে করসায়?

আমি যতোটুকু পারি, তার বেশি তখনো পারিনি, তবু যেই
দমকা হাওয়ার টানে সমস্ত আড়াল একাকার,
পোড়-খাওয়া কলকাতা বুকের ভেতরে নিবে যায়॥

আরো কাছে। মেঘবলয়ের খেলা সেরকম নেই তবু কিছুটা আভাসে
মানুষ যেখানে ব'সে ফোটো তোলে, জানলার জাফরি থেকে এভারেস্ট, আলো
ও আলেয়া,
তারই কাছে? নুটু আছে সেলাই-ফোঁড়াই নিয়ে, কলকাতা গিয়ে তার
বাবাকে সোয়েটার দেবে, নিজের বানানো,
অর্থাৎ, উড়ুক্কুভাবে উঠি-উঠি ক'রে যেন থেকে যায় কয়েকটি মানুষ, যুবজন,
এমনকি বিয়ে করে—হনিমুনে জেনে নেয় পাহাড়তলীর আলোছায়া,
আরো কাছে : দুপুরেই শুয়ে ওরা প্রেম করে—ফটিক বলেছে
(আজ ফটিক কোথায়?)
আরো কাছে : বিহ্বল, বেদনাময় মানুষের অনন্ত নয়ন—
যেন ভাষা জানা নেই, ভঙ্গী রয়েছে, তাই
স্তম্ভিত সকাল॥

## মেলা দেখাও

কোন জায়গায়, কোন কোন জায়গায়
তুমি আছো? তুমি, মানে মানুষ;
রেডিওতে কারা গাইছো দেহলীর সাধন—
বাউল, তুমি বাইরে এসে বাবু সাজো!

সাধন-ভজন ভালো, কিন্তু ডেরা কোথায়,
বাড়ি আসতে দেরি হ'লো, পথে দেরি?
কোন জায়গায়, কোন কোন জায়গায়
তুমি আছো? ঘৃণা-ভালোবাসায় তৈরি? ভারি গড়ন?
কলকাতা বা কেঁদুলি, আমায় মেলা দেখাও, মেলা দেখাও

আমি টিকিট কিনে মানুষ দেখবো॥

## আবিষ্কার

সুখদুঃখ এক জাঙাল প'ড়ে ছিলো—
আবিষ্কার শুধু এইটুকু।
নইলে, ফলতার বাংলো উপলক্ষ ছাড়া কিছু নয়,
উপলক্ষ একরাশ নেশাখোর কর্কশ ছাতার
তালরস নিয়ে শুধু কাঠঠোক্‌রার সঙ্গে মৃদু প্রতিযোগী,
এমনকি ভূতে-পাওয়া রাত বারোটার কালো জল
গূঢ় তর্জনীর মতো ছিপ্‌নৌকো জেগে ওঠে ঢেউয়ের আঘাতে......
তাও শুধু সূত্রপাত, আবিষ্কার এভাবে ঘটে না,
আমি ও আমার সঙ্গী, বান্ধবী, পত্নী বা স্বজন,
দুশো বছরের দুর্গে পা দিতেই, কখন জেগেছে
ভেজা লতা-গুল্ম-ডাল সুখদুঃখ অনন্ত আড়াল
সবই যা ভেতরে ছিলো, চাবেরিয়া ভূখণ্ড প্রাকার
শুধু উস্‌কে দেয় হাওয়া,
তারপরে আমরা একাকী—
আবিষ্কার শুধু এইটুকু॥

## সৈকত-আবাস : দীঘা

কেন হয় না? ঘুম, জাগরণ তবু শেষ নয়—
এরই কোনো ফাঁকে
কুয়াশা-আড়াল-করা নিঃশব্দ সকাল; বিছানা ছাড়িয়ে
আধো-চেনা মহিলাটি দিক বদলাতে যান স্বামীর সকাশে;
কেন হয় না? তবে কি প্রস্তুত নই স্বভাবত? পারি না এখনো
সী-ভিউ হোটেল থেকে নেমে গিয়ে সমুদ্র-বেলায় হেঁটে যেতে?

ঘুম জাগরণ ঘোরে নিয়মিত। তবু তো ভেতরে
খুঁড়ে খুঁড়ে চলে এক মেধাবী পোকার আঁকিবুকি!
পথ ছিঁড়ে উঠে আসে হাওয়া; আমাদের
সময় হয়েছে, শোনো, সময় হয়েছে,
শোনো, সমস্ত সময়
কেন হয় না আপামরে ভালোবাসা? কেন এর পরে
পারি না মিলিয়ে যেতে ঠাস-বুননের মতো সঠিক জীবনে?
ঘুম, জেগে-ওঠা, ঘুম : অবিরল ঢেউ এসে পড়ে॥

## কারিগ্নানো ডাক-বাংলো থেকে

টানা-বারান্দার মতো ঝাউবন—
রবারের চাঁদ নেমে আসে;
এখানে আমার কোনো সঙ্গী নেই; আছে টেলিফোন;
বুনো কুকুরের দল উঠে আসে ঘরের ফরাসে॥

## আকাশ

রাঙা গাছ আশ্বিনে বিশাল, এলোমেলো,
আকাশ, এসেছো তুমি, তুমি গাছ, তুমিই ওষধি,
দাঁড়াও হে, কিছু কথা আছে, কিছু অপলকভাবে
দেখবার কাজ র'য়ে গেছে;
রাঙা গাছ আশ্বিনে বিশাল, এলোমেলো—
এসেছো, প্রণাম করি, তুমি অন্ধ, অনন্ত আকাশ-
তুমি হে ওষধি॥

## ভাষান্তর

এই বাঙলাভাষা দিয়ে শুরু হয়
তারপরে হিসেব থাকে না;

হাওয়া দিলে, বুনো পিয়ানোর মতো সমস্ত আকাশ
একই সঙ্গে ঝর্ণা ও পাথর খেলা করে;

এদিকে সাজানো ছিলো তৎসম, দেশী ও বিদেশী,
কিছু ঝক্ঝকে-হওয়া শব্দের মোড়ক, কিছু মলিন মামুলি—

তারপর হাট-করা জ্বলন্ত শূন্য একাকার—
শুধু মুখ ন'ড়ে ওঠে।
কোন ভাষা, খেয়াল থাকে না॥

## এই শব্দ ছেড়ে দাও

এই শব্দ লাল নীল হলুদ সবুজ, কিংবা কিছুটা বেগুনী
উপমা উৎপ্রেক্ষা কিংবা কুশল সম্ভাষ, নাকি শখের বকুনি,

"ভালো আছো"? "আছি"। "নেই"। "একরকম"। "চলছে এখনো"।
এই শব্দ ভুল, ভাঙা, সর্বনাশ, পুরনো, সার্বেকি,

কে দেবে তাহ'লে ছেড়ে? মুক্তির নতুন স্বর? আহা, কলকাতা
আপিস-ফেরত বাসে গ্রীক লাতিনের মতো দুর্বোধ স্বদেশী,

এই শব্দ একাকার, ক্যানালে ক্যানালে ভুল, মাছ ম'রে আছে—
ছায়া, ছায়া নয়; বাসি, সাতবাসি; ধোঁয়া বা কুয়াশা—

ছেড়ে দাও॥

কোথাও, ভেতরে লেগে, শব্দ হয়।
খরগোশ-কানের পাশে এপাশ ওপাশ উসখুস—
কার হুইসেল বাজে এইভাবে? সমস্ত সময়
কে এমন জাগ্রত পুরুষ?

ওরা দৌড়ে এসেছিলো : হলুদ পোশাক, নীল কবচ-কুণ্ডল,
শাদা গাড়ি;
এলোমেলো শব্দ ক'রে দ্রুত চলে গেলো।
তখন দিই নি সাড়া—কেন দেবো? আমি সাবধানী—
ততোদিন বানিয়েছি বাড়ি।

এখন সবাই যেই চ'লে গেছে, ঘর রুদ্ধ; আকাশ মেঘেলা;
ভেতরে ভেতরে যেন খ'সে পড়ে দ্রুত ডালপালা।
শুধু শব্দ কুরে খায়; উঠে আসে বীজের ঘুরুনি

ভেতরে ভেতরে॥

## প্রশ্ন

এখনো তেমনভাবে বেজে উঠতে পারোনি ব'লে কি
উড়ো চিল ঘা দিয়ে জাগায় ঐ নিঃশব্দ ঈথর,
ঐ কঠিন নীলিমা?

দ্যাখো, শত টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে রয়েছে
তুমি যা আরম্ভ ক'রে শেষাবধি দিয়েছো ফিরিয়ে—
রাঙা অ্যাপ্রন-পরা জননী পিঁপড়ের সার, মুখে ভাঙা-চিনি,
বাসের দোতলা থেকে শিমুল, না আচ্ছন্ন নিমের
হঠাৎ সবল·স্পর্শ,
বুকে মুখ-গোঁজা কোনো ঘুমেল তরুণী, দূরে ফোয়ারা রেডিয়ো,
সবই কুটচাল হ'য়ে মাঝপথে খেলার অভাবে
যেন থেমে আছে—তুমি দাও না দুলিয়ে!
তুমি মোড়কসমেত সব তুলে নাও; আর ঠিকানা কেটো না।

এখনো তেমনভাবে জেগে উঠতে পারোনি ব'লে কি
শুধু নড়া-চড়া, শুধু ঘুড়ি থেকে
ঘুরনো হাতের ব্যবধান
এই তোমার জীবন? তুমি আছো কি ঘুমিয়ে?

## চৌকাঠ থেকে

তুমি কতোটুকু পারো? ঐদিকে সমস্ত আড়াল প'ড়ে আছে।
একটি কাকের শব্দে পুরো পৃথিবীর শান্তি ভেঙে যেতে পারে;
পাঁচ-দশটা লোক এসে দশরকমের কথা বলে—
তুমি কি তাদের প্রতি মনোযোগী? তুমি কি এখনো
কিছুটা নতুনভাবে বেঁচে থাকবার কথা ভাবো?

মৃদু কলতলা জুড়ে জল-পতনের খেলা চলে;
তুমিও কুঠুরি ছেড়ে যেতে চাও আরেক রকম অবসরে—
শুধু হাত কেঁপে যায়, দুই পায়ে জড়তা ঘোচে না,
চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থেকে কতোটুকু পারো, ভেবে দ্যাখো!

## নিয়ম অনিয়মের কবিতা

কিছু বা নিয়ম আমি মানতে পারি না,
কিছু বা নিয়ম
দেয়ালে টাঙিয়ে রাখি প্রপিতামহের কথা ভেবে,
এইভাবে, সমস্ত নিয়ম আমি অবহেলা করি।
ভেবেছি, জীবন এসে

সব কিছু ধুয়ে মুছে দেবে,
যেটুকু নিয়ম আমি মানতে পারিনি, যতো অনিয়ম
আমি এতাবৎ করেছি—সকলই
ঢেউ-এর প্রবল হর্ষে ভেঙে যাবে,
ভেঙে গিয়ে, হারিয়ে যাবে না—
আবার নতুনভাবে ভিড়বে জীবনে।

আজ কিন্তু বড়ো ভয় হয়।
যদি না তেমন যোগ
জীবনে জীবনে আর না ঘটে কখনো,
নিয়মনিয়ম সব মাছের শবের মতো প'ড়ে থাকে তীরে,
যদি না জলের ক্ষমা না মেলে এখানে-
যা ছিলো নিয়ম আগে, তাই যদি নির্দিষ্ট নিয়ম!

## মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ?

সেই রেলিংগুলোর কথা মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ—
খেলাচ্ছলে আপনি যাদের প্রহার করতেন?
পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো সিঙ্গিমামা কাটুম
আপনার ক্লাস পড়ানোর ঘণ্টা আর ফুরোতো না***

এখন যদি বাংলাদেশে থাকতে পারতেন
তাহ'লে দেখতেন, রেলিংগুলো বড়ো হ'য়ে ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে গেছে,
সিঙ্গিমামারা কবিতার খাতা হাতে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়—
আপনার হাতের বেত ঘরের একপাশে প'ড়ে আছে!
—ক্লাসের ঘণ্টা আর বাজে না॥

## জীবন বিষয়ক

যাই বলো, তাতেই কি রাজি? রাজি নই।
আমাদের যেতে হয় আরো দীর্ঘ পাড়ির বিবেকে,
মানুষজন্ম নিয়ে আর কোনো ছেলেখেলা নয়, একে ওকে
ঘৃণা ভালোবাসা, কিংবা স্রেফ্ আলিংগন দিয়ে বুঝে নেয়া ভালো।

মূঢ়তা অনেক হলো (আপেক্ষিক শব্দ?); বেলা যায়—
উজান টানের মতো স'রে যাই, চঞ্চল মাছের
সূচিকর্মে গড়ে-ওঠা জলের নক্শার কাছে ঘাই দিয়ে উঠি;
এই তো জীবন—এই থেমে-থাকতে-না-পারা ভুবনে
অনিন্দ্য আড়াল তবু ভ'রে ওঠে শস্যে ও শিমুলে, অবেলায়।

এখনো সবার পায়ে বসতে পারি না, কারো কাছে
নতজানু হ'তে পারি—হ'য়ে যাই—মানুষজনের অবিরল
দায়-দায়িত্বের কথা তুমি আমি সবাই তো বুঝি। তবে কেন

আমি কোন দিকে আছি, এই নিয়ে কানাঘুষো রটে?

## শব্দপতন

শব্দ এক জায়গায় গিয়ে ভেঙে যায়—
হঠাৎ ফোকর পেয়ে লাল পিঁপড়ের দল কাছে চলে আসে,
আমাকে কি মৃত ভাবে? আমি তবে শব্দের বাহন, কাপুরুষ,
—আমার নিজের কোনো বাড়ি নেই অনন্ত প্রবাসে?

আমি থমকিয়ে থাকি; কোনো কথা আসে না সহজে;
হাত-পা-হৃদয় তবে তোলা আছে শমীর শিখরে—
কে ভেঙে পড়ছো তবে? শব্দ, না সম্পর্ক? জীবন?
শাদা অ্যাম্বুলেন্স চ'ড়ে আমি ফিরি লাসকাটা ঘরে॥

## অন্য কবিতার প্রতীক্ষা

ধ'রে ধ'রে কবিতা লেখার হাত
ভেঙে যায়, থাকে শুধু গাভীর মতন নীরবতা।
দাঁত-করাতেরা সব বনের ভেতর থেকে শিস্‌ দিয়ে ওঠে—
কবিতা কি তার মতো? মৃদু ও অমোঘ? অবারিত

বুকের ভেতর থেকে বুকের বাইরে আলো ধরে?
ঝরা-পাতা ঠেলে তার ভাঙা সাইকেল নিয়ে এসেছে যুবক,
সে কি সিগন্যাল করে কবিতায়? করে কি জোনাকি?
ধ'রে ধ'রে কবিতা লেখার হাত থেমে যায়,
থেমে যায় ফাঁকি॥

## এখন, এখানে

একটা জায়গায় তুমি শুরু করো—
　　　ছোটো হোক্, ভেঙে-যাওয়া হোক্, খানিকটা ডাঙা, আটচালা,
দু'চার দশজন লোক, যারা তোমার বাংলাভাষা তোমার মতন ক'রে জানে,
একটা তো প্রতিধ্বনি প্রয়োজন, নাকি সবই কোলাহল—
　　　　　　　　　　　　　　　র-ফলা, য-ফলা ?
এখন নিশ্চিতভাবে শুরু করো। শুরু করো, তাহ'লে,
　　　　　　　　　　　　　　　　　এখানে॥

## একটি কবিতা

কে বলে, হবে না?
এই তো এসেছে রোদ চত্বরা ছাড়িয়ে ভেতরে,
এই তো চলেছে
বাঁ-পাশে সাইকেলটাকে হাতে নিয়ে উজ্জ্বল যুবক,
নতুন সাইনবোর্ডে ভ'রে আছে পহেলা নগরী,
বেবি-অস্টিনটিকে প্রিয় গাভীনের মতো
বেঁধেছি গ্যারাজে—
কে বলে, হবে না?

কে বলে, হবে না?
ফাটা ডালিমের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সব
কিশোরকিশোরী।
লাল পাৎলুন দোলে রাঙা নিশেনের মতো পথের ওপরে,
বাঁ-পায়ে দিয়েছে ঠেলে দ্রুত-বল
সবল বালক,
ডান পায়ে পড়েছে লুটিয়ে॥

## শিকার

লেগে থেকে থেকে দেখি
হুইল বা হাতে আর সুতো ঠিক মাপছে না। দাঁতে-
এবার কি শক্ত ক'রে ধ'রে নেবো আমার আঙ্গিক, ভালোবাসা?
লেগে থেকে থেকে দেখি
'সময় হয়েছে' ব'লে হাওয়া উশখুশ ক'রে
আমারে তাতায়,
উড়ো ফাৎনায়, শুনি, কেঁপে ওঠে রঙীন মেশিন।

ওপারে কে জেগে ওঠো? মাছ বুঝি!—তুমি কি শিকার?
নাকি প্রভু আমাদের, জলের আঁধার থেকে
প্রিয় সমাচার কিছু দিতে এসে
হঠাৎ প্রবলভাবে, ছিপ কেড়ে নেবে?

লেগে থেকে থেকে বুঝি
এখন প্রশ্ন মানে পলায়ন।
আরো চাই ক্লেশ-স্বীকারের স্বাধীনতা, আরো কিছু ভাষা—
হুইল বা হাত থেকে
রোখ্ চ'লে এসেছে উপরে,
এখন রয়েছি আমি, দাঁতে দাঁত, সুতো কামড়িয়ে—

ওপারে কে জেগে ওঠো?—মাছ বুঝি! তুমি কি শিকার?

## স্বীকারোক্তি

কঠিন বিষয় আমি কখনো মানিনি।
এই অপরাধ হোক জ্যোৎস্নার ভেতরে জানাজানি।

যদি ক্ষমা করো, ভালো; যদি ভর্ৎসনা করো, তাও ভালো;
এই সরলতা হোক জ্যোৎস্নার ভেতরে জানাজানি॥

## বাজি

হেরে যেতে না পারো, দাঁড়াও।
একদিন সমস্ত কিছুর জন্যে প্রাণ দিতে হবে মনে হয়।
আপাতত এসেছে কিরাত, তাকে যুদ্ধের ছলে তুমি আবাহন করো

তোমার আমার জন্য নয় এই বরাহ, তবুও
বাজি ধরো তাকে॥

## সমাগত

এলো দিন।
        দিন এসে গেছে।
যে নিয়েছে বাঁশি, সে বাজাক—
যে শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে উঠোনে এসেছে,
                সে এসে দাঁড়াক, বলি,
'তুমি এসে গেছো!'

এলো দিন। আসেনি কি
                সমস্ত মানুষ যথাযথ?
এসো হে—বিবাহ করি, প্রেম করি, ঘৃণা করি, বাঁচি,
        কাঠের গহনা নয় হাত-পা-হৃদয়। তবে
                চলনে বলনে কেন অবসাদ—
                        রাশ কেন ভারি?

## এ খেলা সহজ নয়

এ খেলা সহজ নয়, জলের ওপরে এক বিমূঢ় কলস ভেসে যায়,
এখন কোথায় তবে কতোটুকু ধ'রে রাখা যায়, কেন যাবে?
জলে দৌড়ে যায় জল, বিমূঢ় কলসে আর কিছুই ওঠে না।

যদি শক্ত কিছু হ'তো, ঠেকে যেতো হাতে বা ভেতরে,
ইঁট বা কাঠের তৈরী, হাতির দাঁতের কৌটো পাথরে বাঁধানো,
অথবা এমন কিছু, গিঁঠ দিলে রুমালে আঙুল থেকে যায়।

এ খেলা সহজ নয়, জলে দাঁড় ফেলে জল, জলের আড়ালে
শুধু আমাদের দেহ কিছুটা সাঁতার কাটে, বাকিটা পারে না—
যদি ভরে নিতে চাই, জলের ভেতরে এক উন্মাদ কলস ভেঙে যায়॥

## আছে, টান দাও

আছে একটা, স্পষ্ট বোঝা যায়, টান দাও।
এখন উপড়ে করো, এখন উপড়ে ক'রে সব মেলে ধরো,
বেলা যায়—
সমুদ্রমাছের মতো ঝলকে ঝলকে শুধু শাদা বা রুপালি
আছে, স্পষ্ট বোঝা যায়, বড়ো ভুলভাবে আছে, কিছু বা একেলা,
—টান দাও।

যদি বাইরে যেতে হয়, তাও ভালো, ভেতরে থেকো না,
যদি ভেতরেই হয়, বাইরে থেকো না, ঘরে যাও,
যদি ঘরে ও বাইরে হয়, একই সঙ্গে সমস্ত নাচাও,
ঝলকে ঝলকে তোলো লোনামাছ, শাদা ও রুপালি একাকার।

এখন তো টান দেয়া সোজা, দাও টান—
ভেতর উপড়ে করো, ওষ্ঠ বড়ো বেদনায় নীল, কথা দাও॥

## আবহমান

কেউ থেমে থাকে না কিছুতে।
বৃষ্টি শেষ হ'য়ে গেলে, ল্যান্সডাউন রোডের নদী
পার হ'য়ে যাবো।
দু'আনার বেলফুল শাদা রুদ্রাক্ষের মতো
বাঁ-হাতে জড়িয়ে
যাবো কি বেড়াতে?
ওদিকে তখনই
গুঁড়ো-কাঠে বউ-বাজারের গলি অনন্ত হলুদ,
খোঁড়া-ভিখিরির পাশে টাই-পরা যুবক চলেছে,
এসেছে বনগাঁ থেকে কবিসম্মেলনপ্রিয়
তিনটি তরুণী,
এক লরী কবি নিয়ে
তারা সকালের দিকে দেশে চ'লে যাবে।

কোনো কিছু ঠেকে না কিছুতে।
ভালোবাসা ল্যাসোর মতন ঘিরেছিলো,
আজ তাকে দিয়েছি জড়িয়ে-
এখন মুক্তি শুধু অ্যারিনার ওপারে, আকাশে,
যে কোনো যুগল যায়, তাকে বলি—
ছুঁয়ে দাও তারা,
শুধু উঠে যাও ব্রীজে,
একবারও থম্‌কে থেকো না......
ডাঙা মিশে গেছে জলে, জলে নৌকো,
নৌকোয় বাসর,
কেউ থেমে থাকে না কখনো॥

## মুক্তির অভাব

এখন সহজে কোনো মুক্তি নেই।
আচ্ছন্ন মাছির দল গান গায় এখানে ওখানে।
মানুষ কি কাজ করে প্রথামতো? দূরের বাগানে
ফুল ফোটে, ঝ'রে যায়, কার্তিকের হিম জমে ঘাসে;
চকিতে ট্রেনের শব্দ স'রে যায় ব্রীজের ওপরে।

কারা তবে খেলা করে? অবসন্ন স্মৃতি কি নিয়তি?
লাল ঘুড়ি ছিঁড়ে যায় দম-দেয়া হাওয়ার শাসনে?
এখন সহজে কোনো মুক্তি নেই—
"কবিতা লিখতে পারো?"—বান্ধবী প্রশ্ন করে
ঘুম থেকে উঠে॥

**বুঝে দেখতে দাও**

শুধু আমায় বুঝে দেখতে দাও
এই খেলার মধ্যাদিকে কারা এমন জড়িয়ে প'ড়ে আছে।
উঠে দাঁড়াক—ওরা হয়তো স্বতঃস্ফূর্ত মানুষ, ওদের হাতেও
বাঁশি আছে। তবে কেন এভাবে একরাশ

ডালপালার মতো এমন প'ড়ে আছে বানানো জঙ্গলে?
বুঝে দেখতে দাও, এখন প্রতিটি স্বর আলাদা আলাদা
কানের কাছে কেন মন্ত্রে ছড়িয়ে যায়। আমি আমার দলে
থাকবো, কিন্তু যারা কাছে এসেও দূরে থাকছে, তাদের

চিনে রাখতে দাও। যদি সবাই নারী হ'তো, আলিংগনের কিছু পরেই
ঘৃণা ভালোবাসার স্পর্শ চিনে নিতাম। নারী, পুরুষ, মানুষজন, আকাশ,
উঠে দাঁড়াও—আমি এখন দেখে রাখতে চাই॥